১৩-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা, বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে। তাই তোমাদের কাছে যা কিছু পুরানো আবর্জনা আছে, সেসব বাবাকে দান করে দিলে, তোমরা নিজেরা পুণ্য আত্মা হতে পারবে।"

প্রশ্ন :- পুণ্যের জগতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে থাকা বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমৎ কী ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা, যদি তোমরা পুণ্যের দুনিয়াতে যেতে চাও, তা হলে অন্য সকল আত্মাদের থেকে সর্বপ্রকারের মমত্ব কাটিয়ে ওঠো। পাঁচ বিকারকে পরিত্যাগ করো। এই অন্তিম জন্মে জ্ঞান-রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করো। যদি পবিত্র হও, তাহলে পুণ্য আত্মা স্বরূপ হয়ে পুণ্য দুনিয়াতেই পদার্পণ করবে। জ্ঞান ও যোগকে ধারণ করে নিজের চলনকে দৈবী স্বরূপ বানাও। বাবার সাথে সঠিক ভাবে তার আদান-প্রদান রাখো। প্রকৃত অর্থে বাবা তো তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেন না, কেবলমাত্র তোমাদের মমত্ব কাটানোর জন্য উঁনি এমন যুক্তি দিয়ে থাকেন। তাই তোমরা বুদ্ধির দ্বারা সবকিছুই বাবাকে সমর্পণ করে দাও।

* গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে, অন্যত্র নিয়ে চল প্রভু।*

ওম্ শান্তি। দুনিয়ার মানুষ তথা এই রাবণ রাজ্যের সকল মানুষ বাবাকে আহ্বান করে বলে, "হে পতিত পাবন এসো, আমাদেরকে পবিত্র দুনিয়া অর্থাৎ পুণ্যের দুনিয়াতে নিয়ে চলো।" যদিও এই গীতের রচনাকারীরা এসব কথার মর্মার্থ বোঝে না। তবুও তারা কেবলই বাবাকে আহ্বান করে বলে, "রাবণ রাজ্য থেকে আমাদের রামরাজ্যে নিয়ে চলো।" এদিকে তারা কেউ-ই কিন্তু নিজেদেরকে পতিত মনে করে না। বাবা তো স্বয়ং তাঁর নিজের বাচ্চাদের কাছেই বসে আছেন। তিনি সকল বাচ্চাদের রামরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার শ্রীমৎ-ও দিচ্ছেন। ভগবান উবাচ, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান বলছেন - মানে তা রাম ভগবান উবাচ এমনটা নয় । রামকে তথা সীতার পতিকে ভগবান বলা হয় না। ভগবান হলেন তো নিরাকার। যিনি নিরাকারী,আকারী এবং সাকারী এই তিনটি দুনিয়াতেই বিচরণ করেন। নিরাকার পরমাত্মা ওঁনার নিরাকারী বাচ্চাদের (আত্মাদের) সাথে নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন। আবার এখন বাবা এই সাকারী দুনিয়ায় এসেছেন, আমাদেরকে স্বর্গ রাজ্যের ভাগ্যশালী করতে ও পূণ্য আত্মা বানাতে। রাম রাজ্য হল দিন, আর রাবণ রাজ্য হল রাত। অজ্ঞানীরা কিম্বা ভক্তিমার্গে যুক্ত, অন্য আত্মারা একথা বুঝতে পারে না। আবার তোমাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই এসব বুঝতে সক্ষম হয়। এই জ্ঞান ধারণ করার জন্য পবিত্র বুদ্ধির প্রয়োজন। মূল কথা হল স্মরণ করা অর্থাৎ ভাল যা কিছু তাকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। তোমাদের কি ধরণের পুণ্যের কাজ করতে হবে ? "তোমাদের কাছে যা আবর্জনা আছে, কেবল তাই সম্পূর্ণ রূপে আমাকে সমর্পণ করে দাও" । মানুষ যখন মারা যায়, তখন তো তার কাপড়-চোপর, বিছানা-পত্র ইত্যাদি ইত্যাদি পুরোহিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অন্য এক ধরনের (অগ্রদানী) ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু, এখন বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদের থেকে সেই দান গ্রহণ করতে। তিনি তো তা জানিয়েই দিয়েছেন- বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সবকিছুই যে খারাপ হয়ে গেছে, তাই এসব কিছুই আমাকে দান করে দাও, আর এর থেকে মমত্ব কাটিয়ে ওঠো। যদিও তোমাদের কাছে ১০কোটি বা ২০কোটি টাকাও থাকে, তবুও বাবা বলেন, এসবের থেকে বুদ্ধি দ্বারা মোহ মুক্ত হও। যার

পরিবর্তে নতুন দুনিয়াতে তোমরা সবকিছুই পাবে। তবে সেক্ষেত্রে, কতই না সস্তার আদান-প্রদানের ব্যবসা হোলো এটা। (শিব) বাবা বলেন, আমি যার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করেছি, তিনিও এসবকিছুরই এমনই আদান-প্রদানের ব্যবসা করেছেন। তাই এখন দেখ, পরিবর্তে তিনি কত বিশাল রাজ্য ভোগের অধিকারী হতে চলেছেন। কুমারীদের ক্ষেত্রে তো, কিছুই দিতে হয় না। যেহেতু ছেলেরা তো তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত করে থাকে এবং তারা সেই নেশাতে মত্তও থাকে। আজকাল আবার স্ত্রীকেও তো অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী করে না, সমস্ত সম্পত্তি তারা কেবল নিজের সন্তানদেরই দিয়ে থাকেন। সেইক্ষেত্রে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে আর কেউ গ্রাহ্যই করে না। আর এখানে তো তোমরা সবাই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ রূপেই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। কেন না এখানে তো পুরুষ বা মহিলা ভেদাভেদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখানে সবাই বাবার আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারে। মাতা এবং কন্যারা তো আরও বেশী করে সেই অধিকার পেয়ে থাকে। কারণ লৌকিকে তো মেয়েদের তাদের বাবার সম্পত্তির উপর কোনও মমত্ব-অধিকার থাকে না। বাস্তবে তোমরা সবাই এখন ওঁনার কুমার-কুমারী হয়ে গেছো। তাই তো তোমরা বাবার থেকে এত প্রচুর পরিমাণে ওনার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়েই চলেছ। একটা প্রচলিত গল্প আছে -রাজা তার কন্যাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কার খাও ?" তখন একটি কন্যা বলল, আমি আমার নিজের ভাগ্যেই খাই। সেকথা শোনা মাত্রই রাজা তাকে বের করে দিল। কালক্রমে মেয়েটি একদা সেই পিতার থেকেও ধনী হয়ে গেল, সে তখন একদিন বাবাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল এবং খাওয়াবার সময় বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন দেখ, আমি কার ভাগ্যে খাই! তাই পরমাত্মা শিববাবাও বাচ্চাদের বলেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকো।

দিল্লিতে একটা গ্রাউন্ড (বড় ময়দান) আছে, তার নাম রামলীলা গ্রাউন্ড। যদিও বাস্তবে এর নাম রাখা উচিত রাবণ লীলা গ্রাউন্ড। কেননা বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বেই রাবণ লীলাই চলছে। বাচ্চাদের রামলীলা গ্রাউন্ডে গিয়ে সেখানে উপরের দিকে রামের ছবি আর তার নীচে বড় আকারের একটা রাবণের ছবি লাগানো উচিত। একটা বিশাল বড় বৃত্ত অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্র এঁকে তার মাঝখানে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে, ঐটা (উপরেরটা) হল রামরাজ্য এবং এটা (নীচেরটা) হল রাবণ রাজ্য। তাহলে সবাই সহজেই বুঝতে পারবে। দেবতাদের লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কেনই বা তাদের এত মহিমা, যেহেতু তারা হল ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন আত্মা। বর্তমানের এই অর্ধকল্প হল কলিযুগী ভ্রষ্টাচারী, রাবণ রাজ্য ..... আর আমরা এবং জগতের সবকিছুই এখন তারই অধীনস্থ। অবশ্য এই রাবণ রাজ্যের সমাপ্তি হলেই তো রামের রাজ্য স্থাপিত হবে। এইসময় রামলীলার বদলে সমগ্র দুনিয়া জুড়ে রাবণ লীলার তান্ডব চলছে। রামলীলা তো হয় সত্যযুগে। কিন্তু জগতের মানুষেরা নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান ভাবার কারণে নিজেদের পদবীতে (টাইটেল-এ) শ্রী শ্রী যুক্ত করে। এই পদবী (টাইটেল) তো হল কেবল এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার, যার দ্বারা শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ সেই রাজ্যের অধিকারী অধীশ্বর হন। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের সেই অন্ধ ভক্তি রূপী অন্ধকারের কবল থেকে মুক্ত করে আলোর দিশা দেখাতে। যার মধ্যে জ্ঞান ও যোগের গুণ থাকবে, তার চাল চলনও দৈবী স্বরূপ হবে। আসুরী স্বরূপ আত্মারা কখনও কারও কল্যাণ করতে পারে না। তাদের কার্য-কলাপের মাধ্যমে সহজেই ধরা পড়ে যায় তাদের ভিতরের আসুরী অবগুণগুলি আছে নাকি তারা দৈবী গুণ সম্পন্ন আত্মা। যদিও কোনো আত্মাই এখনও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত করতে পারেনি। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা সেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করতে চলেছো, যেহেতু বাবা তো হলেন দাতা, তাই তিনি তোমাদের কাছ থেকে আর কি বা নেবেন! তিনি যা কিছু

তোমাদের থেকে গ্রহণ করেন, তার সবটাই কিন্তু তোমাদের সেবাতেই লাগিয়ে দেন। ব্রহ্মাবাবা তো সবকিছুর সাথে নিজেও বাবার শরণাপন্ন হয়ে স্যারেন্ডার (সমর্পণ) করেছেন। যোগ-ভাট্টী বানাতে হবে, বাচ্চাদেরও লালন-পালন করতে হবে যে। টাকা-পয়সা ব্যতীত এতসব বাচ্চাদের পালন করা সম্ভব হবে কিভাবে ! প্রথমে বাবা এই ব্রহ্মাবাবাকে অপর্ণ করিয়েছেন, তারপর আরও যারা যারা এসেছে, তাদেরকেও অর্পণ করিয়েছেন। কিন্তু সকল আত্মাদের একরস অবস্থা না হওয়ার কারণে, তাদের অনেকেই আবার চলেও গেছে। (বিড়ালের চুল্লিতে পড়ার গল্পের মতন)। নম্বর প্রাপ্তির ভিত্তিতে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রত্যেক আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করতে থাকবে। যেহেতু বাবা আমাদের সেই পূণ্যের দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তিঁনি কেবলমাত্র পাঁচ বিকারকে ছাড়তে বলেছেন। তাহলেই তিঁনি সবাইকে প্রিন্স-প্রিন্সেস তথা রাজকুমার-রাজকুমারী বানাতে পারবেন। ঘরে বসেই অনেকে ব্রহ্মাবাবার সাক্ষাৎকারও তো পেয়ে থাকে। তাই ঘরে বসেই তারা বাবাকে লিখে পাঠায়, "বাবা আমরা তো আপনারই হয়ে গেছি, এখন আমাদের যা কিছু আছে, সেসব আপনার।" কিন্তু বাবা নিজে তো কিছুই নেন না। বাবা বলেন, তোমাদের যা কিছু তা তোমরা নিজেদের কাছেই রাখো। যখন এখানে এত বড় বড় বাড়ি বানানো হয়, তখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে- এত অর্থ কোথা থেকে পেলে ! তখন বাচ্চারা বলে, আরে আমরা এত বিশাল সংখ্যার বাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো শুনেছো তোমরা। তাই বাবা বলেন, এসব কিছু থেকে তোমরা তোমাদের মমত্ব কাটিয়ে ওঠো, তোমাদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে যে। কেবল বাবাকেই স্মরণ করো। যেখানে বাবা স্বয়ং আমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন, তখন তো খুশির পারদ উর্ধগামীই হবে। লক্ষ্মী- নারায়ণকেও কিন্তু ভগবান বলা যায় না। তাদেরকে দেবী-দেবতা বলা হয়। ভগবানের কাছে কোনও ভগবতী থাকে না। এটা খুবই সূক্ষ্ম যুক্তির কথা। তোমরা বি কে বাচ্চারা ছাড়া, অন্যেরা কেউ তা বুঝতেই পারবে না। অথচ, গানও রচিত হয়েছে "তুমিই হলে আমাদের মাতা, আবার পিতাও যে তুমি।" জগতের মানুষ তো জ্ঞান না থাকার কারণে লক্ষ্মী নারায়ণের কাছে, হনুমানের কাছে, গনেশের কাছে গিয়েও এইসব গান গেয়ে তাদেরও মহিমা-কীর্তন করতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এইসব দেবী-দেবতারা ছিলেন সাকারী, তাই ওনাদের নিজেদের বাচ্চারাই কেবল ওনাদেরকে মাতা-পিতা সম্বোধন করবে। সেখানে তোমরা কিভাবেই বা তাদের সন্তান হতে পারো! আবার তোমরা তো বর্তমানে রাবনের রাজ্যেই থাকো। এখানে এই ব্রহ্মাবাবাই হলেন তোমাদের মাতা। এনাকে আধার করেই শিববাবা বলেন, "তোমরা আমার বাচ্চা।" কিন্তু মাতা এবং কন্যাদের সামলানোর জন্য তো মাতারও প্রয়োজন। তাই বি কে-দের প্রয়োজনে, বি কে সরস্বতীকে ব্রহ্মা বাবা দত্তক (এডপ্টেড) সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন। এসব কতই না সূক্ষ্ম গভীর তথ্য। বাবা বাচ্চাদের যেসব জ্ঞান শোনান, তা কোনো শাস্ত্র-পুঁথিতে নেই। *ভারতের একটিই মাত্র মুখ্য শাস্ত্র - তা হলো গীতা। এই গীতাতেই সমস্ত প্রকারের জ্ঞানের কথাই লেখা আছে, যা বাবা স্বয়ং পড়িয়ে থাকেন। অর্থাৎ তা কেবল জ্ঞানের পঠনের উদ্দেশ্যেই। প্রকৃত অর্থে এর মধ্যে বাস্তব চরিত্রের কোনো কথা উল্লেখ নেই। আর এই জ্ঞানের মাধ্যমেই আত্মার মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।*

বাবা হলেন এক বিশেষ জাদুকর। তোমরা গানও গেয়ে থাকো, "বাবা তুমি হলে রত্নাকর, জাদুকর, স্বর্গের যাবতীয় সম্পত্তিতে তোমার ঝুলি সর্বদা পরিপূর্ণ। সাক্ষাৎকার তো ভক্তিমার্গেও হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে তো এমন প্রকারের কোনও লাভ হয় না। লেখাপড়া তথা সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমেই তাঁর দর্শন পেতে পারো। নতুবা তাঁর দর্শন পেয়েই বা কি লাভ, তাতে কি আর তাঁর মতো হতে পারবে! বাবা বলেন, ভক্তি-মার্গে তোমাদের যে সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে, তাও তো আমিই করিয়ে থাকি। পাথরের

মূর্তি কি আর সাক্ষাৎকার করাতে পারে ? প্রগাঢ় ভক্তির দ্বারা ভাবনা শুদ্ধ রাখতে হয়। তারই পরিবর্তে আমি তোমাদেরকে সেটাই দেই। কিন্তু সকল আত্মাকেই এখন তমোপ্রধানে পরিণত হতে হয়। মীরাও তো তাঁর সাক্ষাৎকার পেয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান তো কিছুই ছিল না মীরার। মানুষেরা তো দিন প্রতিদিন আরও তমোপ্রধান হতেই থাকবে। আর বর্তমান সময়ে তো সকল মানুষই পতিত অবস্থায়। তাই তারা গানও গেয়ে জানাতে থাকে, "আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে সুখ শান্তি আছে।"

একদা এই ভারতবর্ষেই যখন সত্যযুগ ছিল, তখন সেখানে ছিল অগাধ সুখ। সত্যযুগী স্বর্গ-রাজ্য এই ভারতেই ছিল, কতই না নাম-যশ ছিল, কিন্তু অন্যেরা তো তা বোঝেই না। তোমরা অবশ্য এটা জানো যে, ভারতই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ভূখন্ড ও যা স্বর্গ-রাজ্যই ছিল। তখন এখানে আর অন্য কোন ধর্ম ছিল না। বাবা স্বয়ং এসব কথা আমাদের বুঝিয়ে থাকেন। তোমরা এখন শ্রবণ-কুমার ও কুমারী হয়েছ(অন্ধ পিতা-মাতার সন্তান, যে পিতা-মাতাকে বাঁকে বহন করে তীর্থ করিয়েছিল)। তোমাদেরও তেমনি জ্ঞানে-অন্ধ আত্মাদেরকে জ্ঞানের (কবাংঠী) বাঁকের (ভারযষ্ঠির) উপর বসিয়ে সব বোঝাতে হবে। তোমাদের সকল বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজনকে জ্ঞানের পাঠ দ্বারা জাগ্রত করতে হবে। বাবার কাছে তো (যুগল) সস্ত্রীক অনেকে আসে। যদিও আগে তো লৌকিক ব্রাহ্মণদের দিয়ে (সংসার ধর্ম) পালনের প্রতিজ্ঞা স্বরূপ হাতের বালা(হথিয়ালা) পরতে হয়। কিন্তু তোমরা পবিত্র ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানের দ্বারা সেই কামরূপ চিতার শৃঙ্খল-বালা ভেঙে দাও। বাবার কাছে যারা আসে, বাবা তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি স্বর্গবাসী হতে চাও ? তাদের কেউ কেউ বলে, আমাদের স্বর্গসুখ তো এখানেই। বাবা বলেন, আরে, এটা তো হলো অতি অল্পকালের স্বর্গসুখ। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য প্রকৃত স্বর্গসুখের ব্যবস্থা করে দেবো, কিন্তু তার জন্য তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে পবিএ থাকতে হবে। আর এই কথাতেই সবাই দুর্বল হয়ে ঢিলে দিয়ে দেয়। আরে, এসব কথা যখন স্বয়ং বেহদের বাবা বলছেন, তবে কেন না এই অন্তিম জন্মে জ্ঞান রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করবে। তাতে এটাই দেখা যায় যে, নারীরাই ঝট্ করে এতে যোগদান করে। কেউ কেউ আবার বলে, পতি পরমেশ্বরকেই বা অসন্তুষ্ট করি কিভাবে।

যখন বাবার হয়েছ, তখন প্রতিটি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমতে চলাই উচিত হবে। যেহেতু এখন বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে স্বর্গের অধিকারী বানাতে। তাই পবিত্র হওয়াটা খুব জরুরী। কোনও কারণেই যেন তোমার ব্যবহারে কুলের কলঙ্ক না হয়। বাবা বলেন, লৌকিক পিতা তো বাচ্চাদের চড়-থাপ্পড় বা অন্যভাবে তাদের শারীরে আঘাত করে থাকে। কিন্তু মায়েরা খুব ভালো হয়। *আমাদেরকেও তেমনি অত্যন্ত মৃদু ভাষী এবং দয়ালু হতে হবে*। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা আমাকে অনেক গালমন্দও কর। কিন্তু আমি আমার অপকারীদেরও উপকার করে থাকি। কারণ আমি তো জানি যে, এতদিন ধরে তোমরা রাবণের মত অনুসরণ করে আসার কারণে আজ তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে। যাই হোক প্রতিটা মুহূর্তেই যা ঘটে গেছে, সে সবই অবিনাশী নাটকের (ড্রামা) চিত্রনাট্যে ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে আমাদের কর্মফলের খাতা খারাপ না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেককেই নিজের নিজের প্রজার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উত্তরাধিকারীও তৈরী করতে হবে। মূরলী না পড়া বা শোনা ও শোনানোতে গরহাজির হওয়া চলবে না। যেন কোনো পয়েন্টস্ মিস্ (বাদ) না হয়ে যায়! জ্ঞান-রত্নে পারদর্শী বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকে আবার এখান থেকে বেড়িয়েও যায়, নিয়মিত না শুনলে ধারণা ধারণ করবে কিভাবে! রেগুলার স্টুডেন্টরা (নিয়মিত ছাত্ররা)

মুরলী কখনো মিস্ (অনুপস্থিত হবে না) করবে না। চেষ্টা করতে হবে, যাতে প্রতিদিনই বাবার বাণী পড়তে পারো। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের কর্মফলের খাতা যাতে খারাপ না হয়, সেদিকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। কখনও কুলের কুলাঙ্গার যেন হয়ো না। পঠন-পাঠন নিয়মিত রূপে করতে হবে, তাতে কখনই মিস্ (অনুপস্থিত) করা যাবে না।

২) শ্রবণ-কুমার ও কুমারী হয়ে জ্ঞান রূপ বাঁকে সবাইকে বসাতে হবে। বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- স্নেহের পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারা প্রকৃত স্নেহী তথা সমকক্ষ আত্মা হও (ভব)।

বাচ্চাদের প্রতি বাবার অতি মাত্রায় স্নেহ আছে, এইজন্য স্নেহকারীর কোনও দুর্বলতাই কখনও তিনি দেখতে চান না। বাবা তাই বাচ্চাদের নিজের সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ দেখতে চান। যদিও তোমরা বাচ্চারাও বলে থাকো যে, বাবার এই অগাধ স্নেহের পরিবর্তে আমরা তাঁকে কি বা দেই ? এমত অবস্থায় বাবা বাচ্চাদের কাছ থেকে এটাই চান যে, বাচ্চারা নিজেরা যেন নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়। স্নেহের দ্বারাই নিজেদের দুর্বলতাগুলি ত্যাগ করে দাও। ভক্তরা তো নিজেদের মস্তকও ছেদন করতেও উদ্যত হয়। কিন্তু তোমরা নিজেদের শরীরের মস্তক ছেদন না করে বরং রাবণ রূপ বিকারের মস্তক ছেদন কর। বিকার রূপ মস্তকের সামান্যতম অংশও রেখো না যেন।

স্লোগান:- প্রতিটি কর্ম করার সময় সাক্ষীভাবের স্থিতির আসনে বসে থাকলে বাবা স্বয়ং তোমার সহযোগী সাথী হয়ে উঠবেন।